ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

দুর্নীতির ধারণা সূচক ২০১১

কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয়

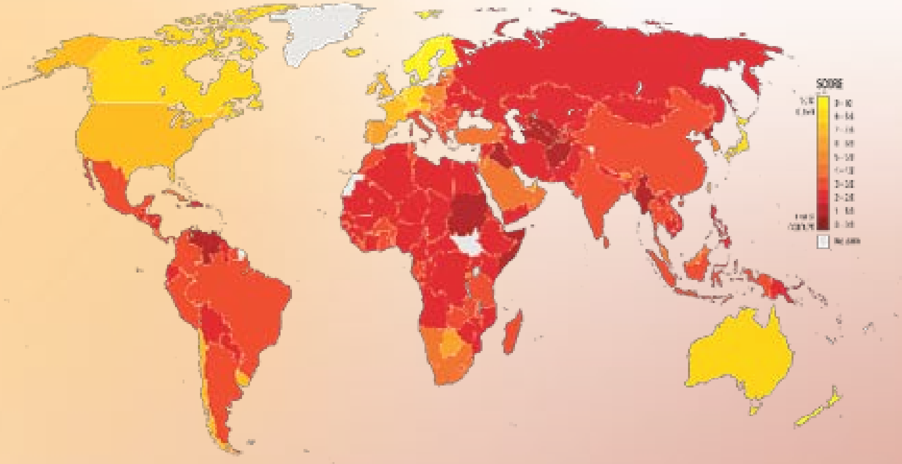

www.ti-bangladesh.org

দুর্নীতি থামান
...এখনই

দুর্নীতির ধারণা সূচক ২০১১

কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয়

প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০১১

প্রকাশক
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

জার্মানীর বার্লিনভিত্তিক দুর্নীতিবিরোধী সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) কর্তৃক ১ ডিসেম্বর প্রকাশিত দুর্নীতির ধারণা সূচক ২০১১ (করাপশনস্ পারসেপশন ইনডেক্স বা সিপিআই) অনুযায়ী সূচকের ০-১০ এর স্কেলে বাংলাদেশের স্কোর ২.৭ যা গত বছরের তুলনায় ০.৩ বেশি। তালিকার উচ্চক্রম অনুযায়ী ১৮৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১২০। নিম্নক্রম অনুসারে ১৮৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩তম। ২০১০ সালে ১৮৭টি দেশের মধ্যে নিম্নক্রম অনুসারে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১২তম। এবছর ২০১১ সালে বাংলাদেশের সাথে একই স্কোর পেয়ে একই অবস্থানে রয়েছে আরো আটটি দেশ। এগুলো হল: ইকুয়েডর, ইথিওপিয়া, গুয়েতমালা, ইরান, কাজাখাস্তান, মঙ্গোলিয়া, মোজাম্বিক এবং সলোমন দ্বীপপুঞ্জ।

২০১১ সালে কম দুর্নীতিগ্রস্ত তালিকার শীর্ষে রয়েছে নিউজিল্যান্ড যার প্রাপ্ত স্কোর ৯.৫। দ্বিতীয় স্থানে যৌথভাবে রয়েছে ফিনল্যান্ড ও ডেনমার্ক, প্রাপ্ত স্কোর ৯.৪ এবং চতুর্থ স্থানে রয়েছে সুইডেন, প্রাপ্ত স্কোর ৯.৩। অন্যদিকে এশিয়া থেকে সিঙ্গাপুর ২০১১ সালে ৫ম স্থানে রয়েছে ৯.২ স্কোর পেয়ে। উল্লেখ্য, ২০১০ সালে কম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের শীর্ষে থাকা ডেনমার্ক, নিউজিল্যান্ডের পাশাপাশি সিঙ্গাপুরের স্কোর ছিল ৯.৩। ২০১১ সালে তালিকার সর্বনিম্নে অবস্থান করছে যৌথভাবে সোমালিয়া এবং প্রথমবারের মতো জরিপে অর্ন্তভুক্ত উত্তর কোরিয়া। তাদের প্রাপ্ত স্কোর ১.০। তালিকার সর্বনিম্নের দ্বিতীয় দেশ যৌথভাবে আফগানিস্তান ও মায়ানমার যাদের স্কোর ১.৫।

উল্লেখ্য, ২০০১ সাল থেকে ২০০৫ পর্যন্ত তালিকায় সর্বনিম্নে অবস্থানের পর ২০০৬ সালে বাংলাদেশ ২.০ স্কোর পেয়ে নিম্নক্রম অনুসারে তৃতীয়, ২০০৭ সালে ২.০ স্কোর পেয়ে সপ্তম, ২০০৮ সালে ২.১ স্কোর পেয়ে দশম, ২০০৯ সালে ২.৪ স্কোর পেয়ে ত্রয়োদশ এবং ২০১০ সালে ২.৪ স্কোর পেয়ে দ্বাদশ অবস্থানে ছিল।

দুর্নীতির ধারণা সূচক (সিপিআই)

দুর্নীতির ধারণা সূচক (সিপিআই) মূলত বার্লিন ভিত্তিক ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত একটি সূচক। একটি দেশের রাজনীতি ও প্রশাসনে বিরাজমান দুর্নীতির ব্যাপকতা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক বিশেষজ্ঞদের ধারণার উপর ভিত্তি করে দেশসমূহের দুর্নীতির অবস্থান নির্ণয় করা হয়। এটি একটি একীভূত সূচক, গবেষণালব্ধ বিষয়, দুর্নীতি বিষয়ক উপাত্ত, যা বিভিন্ন প্রথিতযশা প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞদের গবেষণা থেকে

পাওয়া যায় এবং বিভিন্ন দেশের দুর্নীতির তুলনামূলক অবস্থান নির্ণয়ে এ সূচক ব্যবহার করা হয়। সিপিআই দুর্নীতির ব্যাপকতা সম্পর্কে ধারণার একটি যৌগিক সূচক বা জরিপের ওপর জরিপ যা আন্তর্জাতিক ভাবে খ্যাতনামা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিশেষজ্ঞদের ওপর পরিচালিত জরিপের মাধ্যমে দুর্নীতি সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়। যে দেশগুলো ০-১০ এর স্কেলে ৩ বা তার কম স্কোর পেয়ে তালিকার নিচে অবস্থান করে, সেই দেশগুলোতে দুর্নীতির ব্যাপকতা উদ্বেগজনকভাবে বেশি বলে ধারণা করা হয়। অন্যদিকে, যে দেশের স্কোর যত বেশি অর্থাৎ ১০ এর কাছাকাছি, সে দেশে দুর্নীতির ব্যাপকতা তত কম বলে সূচকে ধারণা করা হয়। যে দেশগুলো এ সূচকে অর্ন্তভূক্ত নয় তাদের সম্মন্ধে কোনো মন্তব্য এ সূচকে করা হয় না।

সিপিআই নিরূপণ পদ্ধতি

সিপিআই অনুযায়ী দুর্নীতির সংজ্ঞা হচ্ছে ব্যক্তিগত লাভের জন্য 'সরকারী ক্ষমতার অপব্যবহার' (Abuse of public office for private gain)। যে সকল জরিপের তথ্যের উপর নির্ভর করে সূচকটি নিরূপিত হয় তার প্রশ্নমালায় সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহারের ব্যাপকতার ধারণারই অনুসন্ধান করা হয়। বিশেষ করে, রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের ঘুষ গ্রহণ ও প্রদান, সরকারি ক্রয়-বিক্রয়ে প্রভাব খাটিয়ে মুনাফা অর্জন, সরকারি সম্পত্তি আত্মসাৎ ইত্যাদি।

সিপিআই ২০১১ সালে ১৩টি আর্ন্তজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত ১৭টি জরিপের ওপর নির্ভর করে সূচক তৈরি করা হয়েছে। সিপিআই নির্ণয় করার সময় যেসব জরিপ থেকে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয় সেসব জরিপের প্রতিটির তথ্য বিশ্লেষণে অত্যন্ত স্বচ্ছতা, সর্বোচ্চ সততা ও সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। জরিপগুলোতে মূলত: ব্যবসায়ী, বিনিয়োগকারি, সংশ্লিষ্ট দেশ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ এবং দেশে বসবাসরত দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের ধারণার প্রতিফলন ঘটে থাকে।

সিপিআই ২০১১ এর জন্য বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তথ্যসূত্র হিসেবে ৯টি জরিপ ব্যবহৃত হয়েছে। জরিপগুলো হলো; এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের কান্ট্রি পারফরমেন্স এ্যাসেস্‌মেন্ট রেটিংস্‌, বার্টেলসমান ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত বার্টেলসমান সাস্‌টেইনেবল গর্ভনেন্স ইনডিকেটর, ইকোনোমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট পরিচালিত কান্ট্রি রিস্ক সার্ভিস এ্যান্ড কান্ট্রি ফোরকাস্ট, আইএইচএস গ্লোবাল ইনসাইটের গ্লোবাল রিস্ক সার্ভিস, ওয়ার্ল্ড জাস্টিস প্রকল্পের

রুল অব ল ইনডেক্স, পলিটিক্যাল রিস্ক সার্ভিসেস রিপোর্ট, বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি পলিসি এ্যান্ড ইনস্টিটিউশনাল এ্যাসেস্‌মেন্ট, এবং ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরামের ২০১০ এর রিপোর্ট এবং একই প্রতিষ্ঠানের এক্সিকিউটিভ অপিনিয়ন সার্ভিসেস ২০১১।

সূচকে ব্যবহৃত তথ্য

সিপিআই-এ ব্যবহৃত তথ্যের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়গুলো হচ্ছে: দুর্নীতি ও ঘুষ আদান-প্রদান; স্বার্থের সংঘাত ও তহবিল অপসারণ; দুর্নীতিবিরোধী উদ্যোগ ও অর্জনে বাধাদান; ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক দলের স্বার্থে সরকারি পদমর্যাদার অপব্যবহার; প্রশাসন, কর আদায়, বিচার বিভাগসহ সরকারি কাজে বিধি বহির্ভূত অর্থ আদায় এবং সর্বোপরি, এ ধরনের অনিয়ম প্রতিরোধে ও দুর্নীতি সংঘটনকারীর বিচার করতে সরকারের সামর্থ্য, সাফল্য ও ব্যর্থতা।

সূচক অনুযায়ী ২০১১ সালে বাংলাদেশের অবস্থান সংক্রান্ত ব্যাখ্যা

২০১১ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ও স্কোরের কিঞ্চিত অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। ২০১০ এর তুলনায় বাংলাদেশের স্কোর ০.৩ বৃদ্ধি পায় এবং অবস্থানেও এক ধাপ অগ্রগতি হয়। তবে লক্ষ্যণীয়, ২০১০ সালে ১৮৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল দ্বাদশ অন্যদিকে, জরিপে ২০১১ সালে প্রথমবারের মত ৫টি নতুন দেশ অর্ন্তভুক্ত হয়। এগুলো হল: উত্তর কোরিয়া, বাহামা, সেন্ট লুসিয়া, সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রানাডাইন এবং সুরিনাম। এছাড়া বাংলাদেশের স্কোর ৩ এর নীচে থাকায় ২০১১ সালেও বাংলাদেশ দুর্নীতিতে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত ও ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর তালিকা থেকে বের হতে পারেনি।

তবে তার অর্থ এই নয় যে, বাংলাদেশ দুর্নীতিগ্রস্ত বা বাংলাদেশের অধিবাসীরা সবাই দুর্নীতি করে। তাছাড়া এ সূচকে যাদের হাতে সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগ রয়েছে এবং তা করে থাকেন, শুধুমাত্র তাদের দুর্নীতির প্রবণতার প্রতিফলন ঘটে থাকে। যদিও দুর্নীতি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সুশাসন ও দারিদ্র্য দূরীকরণের পথে কঠিনতম অন্তরায়, তথাপি দেশের আপামর জনগণ দুর্নীতিগ্রস্ত নয়। তারা দুর্নীতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ও ভুক্তভোগী মাত্র। ক্ষমতাবানদের দুর্নীতি ও তা প্রতিরোধে দেশের নেতৃত্ব ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যর্থতার কারণে দেশ বা জনগণকে কোনোভাবেই দুর্নীতিগ্রস্ত বলা যাবে না।

অন্যান্য দক্ষিণ এশীয় দেশের সাথে বাংলাদেশের তুলনা

দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ ভুটান। ২০১১ সালের সিপিআই এ প্রাপ্ত দেশটির স্কোর ৫.৭ এবং অবস্থান ৩৮। শ্রীলঙ্কার প্রাপ্ত স্কোর ৩.৩ এবং অবস্থান ৮৬। ভারতের অবস্থান ৯৫ এবং স্কোর ৩.১, এর পরের অবস্থান বাংলাদেশের। বাংলাদেশের পরে পাকিস্তানের ও মালদ্বীপের স্কোর ২.৫ এবং অবস্থান ১৩৪। এর পরে নেপাল অবস্থান করছে ১৬৪ নম্বরে ২.২ স্কোর পেয়ে। তালিকার দ্বিতীয় সর্বনিম্নে অবস্থানকারী আফগানিস্তানের স্কোর ১.৫ এবং অবস্থান ১৮০।

সিপিআই ও টিআইবি

সিপিআই নির্ণয়ে টিআইবি কোনো ভূমিকা পালন করে না। এমনকি টিআইবি'র গবেষণা থেকে প্রাপ্ত কোনো তথ্য বা বিশ্লেষণ সিপিআই-এ প্রেরণ করা বা বিবেচনা করা হয় না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের টিআই চ্যাপ্টারের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

টিআইবি'র কার্যক্রম

১৯৯৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে নাগরিকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন ও সক্রিয় করা এবং দেশে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টির জন্য টিআইবি বহুবিধ গবেষণা, প্রচারণা, এ্যাডভোকেসি ও জনসম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে টিআইবি 'পরিবর্তন-ড্রাইভিং চেঞ্জ' প্রকল্প (এপ্রিল ২০০৯ - মার্চ ২০১৪) তার মধ্য মেয়াদ অতিক্রম করেছে। বাংলাদেশে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক প্রাতিষ্ঠানিক, আইন ও নীতি প্রণয়ন, সংস্কার সাধন ও বাস্তবায়নের পাশাপাশি, সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে দুর্নীতির নেতিবাচক প্রভাবমুক্ত করার দাবি জোরালো করা এবং সুনির্দিষ্ট ও ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে টিআইবি এ প্রকল্প গ্রহণ করেছে। জাতীয় পর্যায়ে নিবিড় এ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে ব্যাপক নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে প্রকল্পটি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান নীতি, আইন ও নিয়ম-কানুন অধিকতর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে।

গবেষণা ও প্রচারাভিযান

টিআইবি একটি দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে সারাদেশে ‘সচেতন নাগরিক কমিটি’ গঠনের মাধ্যমে এক বৃহৎ প্ল্যাটফরম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। স্থানীয় পর্যায়ে সচেতন, শিক্ষিত, দেশপ্রেমিক, সৎ, দুর্নীতিমুক্ত, দলীয় রাজনীতিমুক্ত, উদ্যোগী ও সাহসী ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত হয় সচেতন নাগরিক কমিটি (Committee of Concerned Citizens) বা সনাক। টিআইবি’র সিভিক এনগেজমেন্ট বিভাগের ওপর অর্পিত স্থানীয় পর্যায়ের গবেষণা ও প্রচারণা কার্যক্রমের মূল শক্তি হচ্ছে সনাক এবং সনাক সংশ্লিষ্ট ইয়েস (ইয়ুথ এনগেইজমেন্ট এ্যান্ড সাপোর্ট) গ্রুপ। বিশেষত শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ইতোপূর্বে অর্জিত পরিবর্তনসমূহ প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য সনাক কাজ করছে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে ‘সততার অঙ্গীকার’ সম্পাদনের মাধ্যমে সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে সেবাগ্রহীতাদের নিকট আরো স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

গবেষণা ও পলিসি

গবেষণা ও পলিসি বিভাগের দায়িত্বে এই অংশের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্জিত ফলাফল বা পরিবর্তনসমূহ প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং প্রয়োজনীয় নীতিমালা সংস্কারের লক্ষ্যে ‘পরিবর্তন- ড্রাইভিং চেঞ্জ’ প্রকল্পে টিআইবি জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং গবেষণা প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে নীতি প্রণয়ন ও সংস্কারের লক্ষ্যে সুপারিশমালা তৈরি করছে। জাতীয় পর্যায়ে তথ্যভিত্তিক এ্যাডভোকেসি করার জন্য ডায়াগনস্টিক স্টাডি, জাতীয় সততা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ, করাপশন ডেটাবেজ, জাতীয় খানা জরিপ এবং রিপোর্ট কার্ড জরিপ গবেষণা পরিচালনা করা হয়।

যোগাযোগ ও প্রচারাভিযান

বিভিন্ন গবেষণা ও জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের আলোকে প্রণীত সুশাসন সম্পর্কিত সুপারিশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে পলিসি এ্যাডভোকেসিসহ দেশের সাধারণ জনগণ ও যুব সমাজের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টির জন্য টিআইবি’র আউটরিচ ও কমিউনিকেশন বিভাগ কাজ করছে। এছাড়াও জাতীয় পর্যায়ের সকল প্রকার যোগাযোগ, প্রচারাভিযান, এ্যাডভোকেসি, বিভিন্ন ইস্যুতে দুর্নীতিবিরোধী

কার্যক্রম, ঢাকায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ইয়েস গ্রুপ গঠন এবং এর কার্যক্রম তত্ত্বাবধান, তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদনসহ সকল প্রকার প্রকাশনা, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা পুরস্কার ও প্রশিক্ষণ, সদস্যপদ কার্যক্রম, ই-বুলেটিন, গণমাধ্যম প্রচারণা, এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রম এ বিভাগের উদ্যোগে সংগঠিত ও পরিচালিত হচ্ছে।

টিআইবি'র সকল কার্যক্রম দুর্নীতির বিরুদ্ধে, সরকার বা এর কোনো অঙ্গ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নয়। জাতীয় স্বার্থ পরিপন্থী বা ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ন করে এমন কোনো কার্যক্রমও টিআইবি পরিচালনা করে না। বিভিন্ন সময়ে টিআইবি'র কার্যক্রমকে সরকার বিরোধী বা দেশের ভাবমূর্তির ক্ষতিকারক হিসেবে প্রচারের চেষ্টা সত্ত্বেও টিআইবি তার কার্যক্রমকে মূলত সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সকলের দুর্নীতিবিরোধী প্রত্যয়ের অংশীদার হিসেবে মনে করে।

টিআইবি বিশেষ কোনো রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠির পক্ষ হয়ে কাজ করে না এবং ব্যক্তি পর্যায়ে দুর্নীতির ওপরও কোনো প্রকার অনুসন্ধান, তথ্য প্রকাশ বা প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে না। তাছাড়া, দেশে দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনায় টিআইবি তার নিজ প্রাতিষ্ঠানিক আদর্শ ও লক্ষ্যের বাইরে অন্য কোনো উদ্দেশ্য দ্বারা প্রভাবিত নয়। বস্তুত দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমকে কার্যকর ও দীর্ঘস্থায়ী করতে সরকার ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের সাথে সম্পূরক ভূমিকা পালন করাই টিআইবি'র মূল উদ্দেশ্য। টিআইবি নিজেকে বাংলাদেশে দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলন সমৃদ্ধ করা এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে কোনো উদ্যোগের সহায়ক ও সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে মনে করে।

টিআইবি স্বপ্রণোদিত হয়ে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। টিআইবি'র গর্ভন্যান্স ব্যবস্থাপনা, স্ট্র্যাটেজিক ও কর্ম পরিকল্পনা, চলতি কার্যক্রম, প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন, সকল পলিসি ডকুমেন্ট ও ম্যানুয়েল, বাজেট, অর্থ ও হিসাব সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত ও টিআইবির ওয়েবসাইটে সহজপ্রাপ্য। যে সকল তথ্য ওয়েবসাইট বা অন্য প্রকাশনার মাধ্যমে পাওয়া যাবে না তা ই-মেইল বা ফোনের মাধ্যমে পাওয়া যাবে। জনগণের তথ্য অধিকারের স্টেকহোল্ডার হিসেবে এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে টিআইবি'র তথ্য সরবরাহের মাধ্যমগুলো হলো: info@ti-bangladesh.org অথবা ফোন বা চিঠি, যা ব্যবহার করে তথ্যের জন্য অনুরোধ করা যাবে। তথ্য প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হচ্ছেন:
কুমার বিশ্বজিত দাশ, ম্যানেজার, রিসোর্স সেন্টার, ফোন: ০১৭১৩০৬৫০১৬।

দুর্নীতি দারিদ্র্য ও অবিচার বাড়ায়
আসুন দুর্নীতি রোধে সক্রিয় হই... একসাথে

সিপিআই সম্পর্কে আরো জানতে লগ অন করুন নিম্নের ওয়েব সাইটগুলোতে
www.transparency.org ও www.ti-bangladesh.org

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
বাড়ি ১৪১, রোড ১২, ব্লক ই, বনানী, ঢাকা ১২১৩, বাংলাদেশ
ফোন: ৯৮৮৭৮৮৪, ৮৮২৬০৩৬ ফ্যাক্স: (৮৮০-২) ৯৮৮৪৮১১
ই-মেইল: advocacy@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org